গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

নথি নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০১.০০১.২০১৮ (খন্ড-১).৩০১ তারিখ:১৮.০৭.২০১৮খ্রিঃ

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১০.০৬.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত ।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল,কলেজ) এর শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত,কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১০.০৬.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
০১.	চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে জনাব মো: কামাল উদ্দিন প্রধান শিক্ষক হিসেবে গত ০১.০৬.২০১৫ তারিখে যোগদান করেন। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি বিগত ০৫.০৭.২০১৫ তারিখে সরকারি বেতন-ভাতা প্রাপ্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করেন কিন্তু দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তার নাম এম.পি.ও ভুক্ত হয়নি। উল্লেখ্য, পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হলে মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন শাখা-১২ হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক তদন্ত করানো হয়। তদন্তে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, বোয়ালখালী, চট্রগ্রাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আনছার হামেদী ও ডিজির প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষক জনাব হাসমত জাহান, ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্রগ্রাম এর অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় শাখা-১২ হতে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব নুরুল আনছার হামেদীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিশাখা-১৩ কে অনুরোধ জানায়।	মন্ত্রণালয়ের ২৩.১১.২০১৫ তারিখের ৪৬৯ ও ৪৭০ নং স্মারকে গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নুরুল আনছার হামেদীর এম.পি.ও স্থগিতসহ প্রধান শিক্ষক পদে জনাব মো: কামাল উদ্দিন এর নিয়োগ বাতিল করার জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবকে পত্র দেয়া হয়েছে বিধায় উক্ত স্মারকদ্বয়ের প্রেক্ষিতে জনাব কামাল উদ্দিনের এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।

	সে প্রেক্ষিতে অধিশাখা-১৩ হতে ২৩.১১.২০১৫ তারিখের ৪৬৯ ও ৪৭০ নং স্মারকে পশ্চিম গোমদন্ডী ইউনিয়ন উচ্চ বিদালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নুরুল আনছার হামেদীর এম.পি.ও স্থগিতসহ প্রধান শিক্ষক পদে জনাব মো: কামাল উদ্দিন এর নিয়োগ বাতিল করার জন্য বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবকে পত্র দেয়া হয়।	
০২.	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ ইসলামিয়া মহিলা কলেজে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলা বিষয়ে ০১টি ও ইংরেজি বিষয়ে ০১টি অতিরিক্ত শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করেন। বিগত ৩১/১২/২০১৭ তারিখ নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪ (খন্ড-১).৭১১ স্মারকে বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের ১৩/১১/২০১১ইং তারিখের জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের পরে বিধি মোতাবেক নিয়োগপত্র এম.পি.ও বিহীন কর্মরত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বিজ্ঞান এবং অতিরিক্ত শ্রেণি শাখা ও বিষয়/বিভাগের শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তির নির্দেশ প্রদান করে। গত ২২/০১/২০১৮ইং তারিখ নং ওএম-০৩-ম/২০১২/৮০৪/৮ স্মারকে অতিরিক্ত শাখার বাংলা বিষয়ের প্রভাষক আশীষ কুমার আচার্য এবং ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক ইমনসহ ৭১৪৬ জন শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করে পুনরায় এম.পি.ও ভুক্তির জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশ মতে কলেজের বাংলা বিষয়ের প্রভাষক আশীষ কুমার আচার্য্য এবং ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক ইমন এর এম.পি.ও ভুক্তির জন্য গত ০৩/০১/২০১৮ তারিখ ৫৯০/১৮ নং স্মারকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৯/০৩/২০১৮ইং তারিখ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের -৬১৪ স্মারকে ফারহানা আক্তার, সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩) জনবল কাঠামো নির্দেশিকা (৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০ এ প্রণীত মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধীত) অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে অতিরিক্ত শ্রেণি শাখার পরিবর্তে অতিরিক্ত বিষয় বাংলা ও ইংরেজি উল্লেখ করে এই দুই বিষয়ের নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তির সুযোগ নেই বলে অবহিত করে।	বাকেরগঞ্জ ইসলামিয়া মহিলা কলেজে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে ০১ জন করে শিক্ষক এম.পি.ও ভুক্ত আছে। জনবল কাঠামো নির্দেশিকা অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে প্রতিটি বিষয়ে একজন শিক্ষক এম.পি.ও ভুক্ত হতে পারবেন। ০২টি অতিরিক্ত বিষয়ে (বাংলা ও ইংরেজি) এ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তির সুযোগ নেই কমিটি সুপারিশ করে।
০৩.	নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় (বিদ্যালয় কোড:	নেত্রকোনা জেলার সদর উপজেলাধীন চরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষক ও শওকত জাহান

	৪১১০১৮১২০২) এর সহকারী শিক্ষক জনাব শওকত জাহান এম.পি.ও কপিতে স্থগিত বকেয়াসহ বেতন ভাতাদি ছাড়করণ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের আলোকে উপ-পরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হলে তদন্ত কর্মকর্তা মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেছেন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। **পরিদর্শন প্রতিবেদনকারীর সার্বিক মতামত:** প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, জনাব মো: শফিকুল ইসলামের এম.পি.ও ভুক্তি লক্ষ্যে জনাব শওকত জাহানের সরকারি অংশের বেতন ভাতাদি বন্ধের (Stop Payment) জন্য ১৩/১১/২০১২ তারিখে ম্যানেজিং কমিটির রেজুলেশনের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষকের আবেদনের কোন মিল নেই। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ০৭/০৩/২০১৬ খ্রি: জনাব শওকত জাহানের বেতন ভাতাদি ছাড়করণের আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যথারীতি প্রেরণ করেছিলেন। প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি যথানিয়মে জনাব শওকত জাহানের প্রতি মানবিক দিক বিবেচনা করে সঠিক নিয়োগ বিধায় (Stop Payment) ছাড়করণের পত্র প্রেরণ করেছিলেন কারণ তার (Stop Payment) ছাড় করা বিশেষ প্রয়োজন। সর্বদিক বিবেচনা করে জনাব শওকত জাহানের (Stop Payment) ছাড় করণ করা যেতে পারে।	সহ ০৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ০৩ জন কর্মচারী এম.পি.এ ভুক্ত । শওকত জাহানের এম.পি.ও স্থগিত । বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদের প্রাপ্যতা আছে কিনা এবং কেন জনাব শওকত জাহানের এম.পি.ও স্থগিত করা হয়েছে তা অধিকতর তদন্ত প্রয়োজন । মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।
০৪.	বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন কড়াপুর পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তার প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন(ইনডেক্স নং-১০০১০২২) এর জাল কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদের মাধ্যমে এম.পি.ও ভুক্তি হওয়ায় এম.পি.ও কপি থেকে তার নাম কর্তনের জন্য এ অধিদপ্তরে একখানা অভিযোগ/আবেদনপত্র দাখিল করেন। প্রধান শিক্ষকের দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে তদন্ত করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নরুপ : ১। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন কম্পিউটার সনদপত্র অর্জনের পূর্বে কম্পিউটার শিক্ষক পদে নিয়োগ লাভ করেছেন এমন অভিযোগ প্রমানিত। ২। উক্ত কম্পিউটার শিক্ষকের সনদপত্রটি সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত নয়	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিধি মোতবেক এম.পি.ও কর্তনের ব্যবস্থা গ্রহন করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।

	এমন অভিযোগ তথ্য প্রমান রয়েছে। ৩। জনাব মো: দেলোয়ার হোসেন, সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) এর নিয়োগকালীন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ (সিরিয়াল নং২২৯)জাতীয় যুব কল্যাণ একাডেমী, বরিশাল কর্তৃক ইস্যুকৃত এমন তথ্য প্রমাণ রয়েছে।	
০৫.	খুলনা জেলার সদর উপজেলাধীন মহেশ্বরপাশা শহীদ জিয়া মহাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী পর্যায়ে বি.এ কোর্স অনুমোদনের জন্য জনাব সুজাতা রাণী বিশ্বাসকে ডিগ্রী পর্যায়ে প্রভাষক পদে ইতিহাস বিষয়ে ১৯/১০/২০০০ তারিখে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তিনি বর্তমানে কর্মরত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী অনুমোদন না হওয়ায় দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেও তিনি এম.পি.ও ভুক্ত হতে পারেননি। ডিগ্রী পর্যায়ে বি.এ কোর্স অনুমোদন না থাকায় ইতিহাস বিষয় চালু হয়নি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ইতিহাস বিষয়ে এম.পি.ও ভুক্ত প্রভাষক থাকায় সৃষ্টপদে গত ২১/০৯/২০১২ তারিখে কলেজের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক জনাব সুজাতা রাণী বিশ্বাসকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে সমন্বয় করা হয়। ২০০০ সালে যোগদান করে অদ্যাবধি দায়িত্ব পালন করে প্রভাষক (ইতিহাস) জনাব সুজাতা রাণী বিশ্বাস এম.পি.ও ভুক্ত না হওয়ায় তার এম.পি.ও ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলেজটির অধ্যক্ষ আবেদন করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি মাধ্যমিক শাখা-০১ হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্যাটার্ণভুক্ত শুন্য পদে পদ সমন্বয়করণ সংক্রান্ত একটি পত্র (স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০৩.২০১৫.১৮৬ তারিখ: ০৯/০৪/২০১৭) জারি করা হয়। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জনবল কাঠামো নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত ডিগ্রি স্তরের প্রভাষকদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্যাটার্ণভুক্ত শুন্য পদে সমন্বয়ের সুযোগ নেই"। কলেজটির অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যমতে বর্ণিত প্রভাষককে কলেজটির ডিগ্রি স্তরের ইতিহাস বিষয় অনুমোদনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু ডিগ্রী পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেননি। এজন্য জনাব	মন্ত্রণালয়ের ০৯/০৪/২০১৭ পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "জনবল কাঠামো নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত ডিগ্রি স্তরের প্রভাষকদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্যাটার্ণভুক্ত শুন্য পদে সমন্বয়ের সুযোগ নেই" বিধায় সুজাতা রাণী বিশ্বাসকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে সমন্বয় করার সুযোগ নেই ।

	সুজাতা রাণী বিশ্বাসকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রভাষক হিসেবে ২১/০৯/২০১২ তারিখে কলেজের পরিচালনা পরিষদ ইতিহাস বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে সমন্বয়ের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে।	
০৬.	রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলাধীন মুরাদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী জনাব দিলীপ কুমার সরকার এর বিরুদ্ধে ভুয়া নিয়োগ ও সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে ২০০৪ সালে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে সেপ্টেম্বর/২০০৫ মাসে এম.পি.ও ভুক্ত হন মর্মে প্রধান শিক্ষক অভিযোগ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার, রংপুরকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তিনি তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। জেলা শিক্ষা অফিসার এর তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তার নিয়োগ বৈধ না হওয়ায় বেতন ভাতা কেন সাময়িক স্থগিত করা হবেনা মর্মে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেছেন।	জনাব দিলীপ কুমার সরকার এর কারণ দর্শানোর জবাবের আলোকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে।
০৭.	কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয় (এম.পি.ও কোড: ৮৮০১০১১৩০২) প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৫ সালে এম.পি.ও ভুক্ত হয়। জনাব মো: আবু তাহের, সহকারি শিক্ষক (কৃষি) পদে গত ২৬/১২/২০০৪ তারিখ যোগদান করেন। তাঁর জন্ম তারিখ: ০২/০৮/১৯৮১। নিয়োগকালীন তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল দাখিল-২য় বিভাগ ১৯৯৬ ইং,আলিম ২য় বিভাগ ১৯৯৮ ইং, কৃষি ডিপ্লোমা ৪র্থ টার্ম উত্তীর্ণ-২০০৪ নিয়োগ/যোগদান পরবর্তী সময়ে তিনি ডিসেম্বর ২০০৬ সালে অনুষ্ঠিত কৃষি ডিপ্লোমা চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অর্থাৎ নিয়োগ যোগদানকালীন তার কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কৃষি ডিপ্লোমা পাশ ছিল না। নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাবিহীন শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি.ও বিবেচনার এখতিয়ার এ অধিদপ্তরের নেই।	জনাব মো: আবু তাহের, সহকারি শিক্ষক (কৃষি) এর নিয়োগ ও যোগদানকালীন তার কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কৃষি ডিপ্লোমা পাশ ছিলো না। যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় তার আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।
০৮.	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলাধীন বাইড়া মো: আরিফ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ (স্কুল শাখার) সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: নজরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১০৩০৯০৪) এবং নারায়নগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলাধীন কাঞ্চন ভারতচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব অজয় কুমার পাল (ইনডেক্স নং-৪৮৭৭৪৫) বিষয়ে শিক্ষক-	সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: নজরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১০৩০৯০৪) কর্তৃক অর্জিত কম্পিউটার বিষয়ক সনদ যথাযথ থাকায় তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করায় তার স্থগিতকৃত বেতন ভাতার সরকারি অংশ ছাড় করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। নিয়োগকালে প্রদর্শিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদটি জাল/ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় এবং সে সনদ দিয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ায়

	কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ১৮.০৭.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্তে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণ জনাব মো: নজরুল ইসলাম সাবেক গভর্ণিং বডির সভাপতির কোপানলে পরে চাকুরী হারানোর পর্যায়ে উপনীত হন। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অসহায় হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায়, বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) জনাব মো: নজরুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১০৩০৯০৪) কর্তৃক অর্জিত কম্পিউটার বিষয়ক সনদ যথাযথ থাকায় তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে। নিয়োগকালে প্রদর্শিত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদটি জাল/ভূয়া প্রমাণিত হওয়ায় সে সনদ দিয়ে এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ায় অজয় কুমার পাল এর শিক্ষকতা করার সুযোগ নেই বলে প্রতীয়মান হয়।	অজয় কুমার পাল এর এম.পি.ও কর্তন/বাতিল করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে ।
০৯.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর জেলার সদর উপজেলাধীন রবার্টসনগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মালেকা ইসলাম এর পূর্বের বন্ধকৃত ইনডেক্স চালুসহ ব্যাংক হিসাব খোলা ও বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান অর্থাৎ এম.পি.ও পুন: চালুকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত কামনা করেছে। জনাব মালেকা ইসলাম স্কুল শাখায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১০.০১.১৯৮৮ কাজে যোগদান করে এম.পি.ও ভুক্ত হন। ১৯৯০-১৯৯১ শিক্ষা বর্ষে বি.পি.এড শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করেন এবং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক শাখায় শরীরচর্চা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে পূর্বের ইনডেক্সে বেতন ভাতার সরকারি অংশ গ্রহণ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে তার নাম এম.পি.ও হতে স্থায়ীভাবে কর্তন করা হয়।	সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মালেকা ইসলাম প্যাটার্নভুক্ত শিক্ষক কিনা এবং সহকারী শিক্ষক হতে শরীরচর্চা শিক্ষক হওয়ার সুযোগ আছে কিনা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তা অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।
১০.	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলাধীন ভারই দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব লিজা খানম যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ২১/১২/২০১৫ তারিখে যোগদান করেন। তিনি ২০০৭ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ে স্নাতক	বর্তমান এম.পি.ও নীতিমালা অনুয়ায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।

	(সম্মান) ডিগ্রী অর্জন করেন। তার সাবসিডিয়ারী বিষয় ছিল রসায়ন। তিনি ২০১০ সালে এন.টি.আর.সি.এ কর্তৃক নিবন্ধন সনদ অর্জন করেন বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে [Assistant Teacher (General Science) of Botany]। সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) জনাব লিজা খানম ২০১০ সালে এন.টি.আর.সি.এ সনদ অর্জন করে অত্র প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (বিজ্ঞান) পদে ২১/১২/২০১৫ তারিখে যোগদান করেন। কিন্তু ০৫/০৩/২০১৫ তারিখের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের কারণে অনলাইনে তার এম.পি.ও অনুমোদন হয়নি তৎপ্রেক্ষিতে উপ-পরিচালক, ময়মনসিংহ অঞ্চল ময়মনসিংহ মতামত প্রদানের জন্য মাউশি অধিদপ্তর আবেদন অগ্রায়ণ করেন।	
১১.	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে এন.টি.আর.সি.এ কর্তৃক সুপারিশকৃত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জনকারী শিক্ষককে এম.পি.ও হতে বাদ দেয়ার অভিযোগ দাখিল করা হয়। এ বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) কিশলয় আদর্শ শিক্ষা নিকেতন কে ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের পত্র দেয়া হয়। তিনি ০৮/০১/২০১৮ তারিখে তাঁর জবাব দাখিল করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানটি ১ম থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত এক ইউনিট হিসেবে অনুমোদন ও এম.পি.ও ভুক্ত। এ প্রতিষ্ঠানটি ক্যাটাগরি ভিত্তিক সহকারি শিক্ষক ২০ জন প্রাপ্য । তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে ২১ জন এম.পি.ও ভুক্ত আছেন। এক্ষেত্রে ০১ জন সহকারি শিক্ষক অতিরিক্ত এম.পি.ও ভুক্ত আছেন। এছাড়া আবেদনকারী জনাব ওবাইদুল হক সমাজবিজ্ঞান ক্যাটাগরির সহকারি শিক্ষক। এ ক্যাটাগরিতে ১১ জন সহকারী শিক্ষক এম.পি.ও ভুক্ত আছেন। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে সহকারি শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে পদ প্রাপ্যতা না থাকায় তার এম.পি.ও বিবেচনার সুযোগ নেই।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে ।
১২.	জয়পুরহাট জেলার ক্ষেতলাল উপজেলাধীন ক্ষেতলাল পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বাদী জনাব মো: নবীউল ইসলাম	কোর্টের আদেশ অনুযায়ী নথিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে ।

	চৌধুরী কলেজটির অধ্যক্ষ জনাব সায়ফুল ইসলামের জালিয়াতির বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য রিট পিটিশন নং-৬৮২৯/১৬ দায়ের করেন। দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৬৮২৯/১৬ মামলায় কলেজটির অধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) জনাব সায়ফুল ইসলামের বেতন ৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিতসহ তার (জনাব সায়ফুল ইসলাম জালিয়াতির বিষয়ে মহামান্য আদালত তদন্ত করার নির্দেশ প্রদান করেন। মহামান্য আদালতের নির্দেশনা মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে কলেজটির অধ্যক্ষ জনাব সায়ফুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন চেয়ে আবেদন করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্ণিত বিষয়টি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তনসহ নতুন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করে পুন:তদন্ত করার জন্য অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করে। অধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) জনাব সায়ফুল ইসলামের বেতন ৬(ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করেছেন কিনা তার তথ্য প্রদান করার জন্য জনাব সায়ফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ক্ষেতলাল পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মো: নবীউল ইসলাম চৌধুরী কে পত্র দেয়া হয়। পত্রের জবাবে জনাব সায়ফুল ইসলাম, অধ্যক্ষ (সাময়িক বরখাস্তকৃত) ক্ষেতলাল পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ক্ষেতলাল জয়পুরহাট এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জনাব মো: নবীউল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন যে, ৬৮২৯/১৬ নং রিট পিটিশনের বিরুদ্ধে জনাব সায়ফুল ইসলাম কোন আপীল করেননি।	
১৩.	মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১৬৭১/২০০৯ এর ১২/১২/২০১১তারিখের রায়ে ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রাক্তন প্রভাষক জনাব আঞ্জুমান আরাকে জানুয়ারী ২০০১ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত সময়ের বেতন ভাতা প্রদান করার জন্য রায় প্রদান করে। মহামান্য হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন না করায় জনাব আঞ্জুমান আরা কনটেম্পট পিটিশন নং-৫৫/২০১৫দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য মাউশি অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার	ইতোমধ্যে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৫৫/২০১৫ এর রায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে।

	মতামত এবং বকেয়ার হিসাবসহ মাউশি অধিদপ্তর থেকে গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের বিষয়ে অদ্যাবধি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় নাই। পিটিশনার জনাব আঞ্জুমান আরা মহামান্য হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী বকেয়া বেতন ভাতা প্রদানের জন্য পুনরায় আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকোর্টের রায় মোতাবেক ঢাকা জেলার মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ের প্রাক্তন প্রভাষক জনাব আঞ্জুমান আরা'র জানুয়ারী ২০০১ থেকে মে ২০১২ পর্যন্ত সময়ের বকেয়া বেতন ভাতা বাবদ ৯,০৯,৭৮৪/১৯(নয় লক্ষ নয় হাজার সাতশত চুরাশি টাকা উনিশ পয়সা) টাকা প্রদানের বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করা হলো।	
১৪.	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন ভাওয়াল চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের জনাব মো: মোস্তফা কামাল (ইনডেক্স নং-২৭১৮৭০) গত ০৩/০৬/২০১০ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র পেয়ে ০৯/০৬/২০১০ তারিখে এম.পি.ও ভুক্ত হন। প্রধান শিক্ষক এর নিয়োগ অবৈধ বলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৫৮৭ মোতাবেক তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষকে মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং ৬৬৩৯/২, তারিখ: ০২/০১/২০১১ পত্র মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করে ১৪/০২/২০১১ তারিখে তদন্ত প্রতবিেদন দাখিল করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮/০১/২০১৫ তারিখের ০৭ সংখ্যক স্মারক পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তরের ১১/০৩/২০১৫ তারিখের ১৫৩৯ সংখ্যক স্মারক পত্রের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানীর গ্রহণ করা হয়। ৩১.১০.২০১৭ তারিখের ১৪৩৭৮ সংখ্যক পত্রের আলোকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: মোস্তফা কামাল তার নিয়োগ বিধিসম্মত হয়েছে সেক্ষেত্রে তার কর্তৃক গৃহীত অর্থ জমা দেয়ার নির্দেশনা পুন:বিবেচনার জন্য সদয় অনুরোধ করেছেন। এছাড়া তার নিয়োগ অবৈধ হয়েছে এমন অভিযোগ থেকে অব্যাহতিসহ তার বন্ধ বেতন ভাতাদি ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক মাউশি অধিদপ্তর ঢাকা	জনাব মো: মোস্তফা কামাল কেন সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছেন সে সংক্রান্ত তথ্যসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে মর্মে কমিটি সুপারিশ করে ।

	আবেদন দাখিল করেছেন। উল্লিখিত বর্ণনার আলোকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: মোস্তফা কামাল (ইনডেক্স নং-২৭১৮৭০) এর অবৈধ নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদিসহ তার সাময়িকভাবে স্থগিত বেতন-ভাতাদি ছাড়করণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী সদয় নির্দেশনা কামনা করে।	
১৫.	দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলাধীন ৫নং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি জনাব মো: হামিদুর রহমান গত ০৬.০২.২০০৫ ইং তারিখে নীতিমালার তোয়াক্কা না করে বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের এম.পি.ও ভুক্তি সহকারি শিক্ষক ১২ বৎসরের অভিজ্ঞতা না থাকা স্বত্ত্বেও অনেক যোগ্য ১২বৎসর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইনডেক্সধারী সহকারি শিক্ষকদের মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ না দিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নন বি.এড ডিগ্রীধারী ও বিরামপুর থানা কলেজিয়েট বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আফরোজ বেগম, স্বামী মো: হামিদুর রহমান অর্থাৎ তার স্ত্রীকে অবৈধভাবে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ দেন। যাহা বিধি সম্মত হয়নি। যোগদানের পর থেকে বিলের জন্য বিভিন্ন ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এর দপ্তর হতে এম.পি.ও ভূক্তির আদেশের চিঠি মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ভবন, ঢাকা কে প্রেরণ করা হয়। যাহা সম্পূর্ণ অবৈধ ও জনস্বার্থ বিরোধী একটি আদেশ। সেই আদেশটি বাতিল করার জন্য অত্র বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও অত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে জনস্বার্থে মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ করেছেন। ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দিনাজপুর জেলার বিরামপুর উপজেলাধীন মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জনাব আফরোজা বেগম কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই। জনাব আফরোজা বেগম ০৬.০২.২০০৫ তারিখে প্রধান শিক্ষক পদে মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। নিয়োগকালীন সময়ে তার বি.এড সনদ ছিল না। পরবর্তীতে তিনি ২০.০৮.২০০৬ তারিখে বি.এড সনদ অর্জন করেন। প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগের পূর্বে তার সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারি শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকলে ও প্রধান শিক্ষক পদে তার চাকুরীর	আফরোজা বেগমের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় তার এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৭.০০৩.২০১৫.৬১৯ তারিখ: ১৬.১১.২০১৭ এর আদেশ বাতিলের জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

	অভিজ্ঞতা ১২ বছর এর অধিক। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নভেম্বর/১২ সালে নিয়োগকালীন কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল না এরুপ ৮৮৯ জন শিক্ষক কে এম.পি.ও ভুক্ত করা হয়েছে। জনবল কাঠামো নির্দেশিকার ১১(২) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ নির্দেশিকা জারীর পূর্বে বিধি মোতাবেক নিয়োজিত নিয়োগকালীন কাম্য যোগ্যতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহপ্রধানগণ এম.পি.ও ভুক্তির সময়ে এবং ইনডেক্সধারী প্রতিষ্ঠান প্রধান বা সহ প্রধানগণ পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকলে বর্ণিত স্কেলের একধাপ নীচের বেতন স্কেলে বেতন ভাতাদি পাবেন। তবে অভিজ্ঞতা পূর্ণ হলে পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী বেতন ভাতাদি পাবেন। জনাব আফরোজা বেগম এর কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকায় তাকে জনবলকাঠামো নির্দেশিকার ১১(২) অনুচ্ছেদের এক ধাপ নীচের স্কেলে এম.পি.ও ভুক্তির সুযোগ রয়েছে।	
১৬	সাতক্ষীরা জেলার হাজী নাছির উদ্দিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ ১০ জন শিক্ষকের এম.পি.ও ছাড়করণ সংক্রান্ত ।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি আলোচ্য ১০ জন শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সার্টিফিকেট যাচাই করে প্রতিবেদন দাখিল করবে মর্মে কমিটি একমত পোষন করে।

০২. এমতাবস্থায়,কমিটির সুপারিশসমূহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো ।

সংযুক্তি :বর্ণনামতে

১৮.৭.১৮

(নুসরাত জাবীন বানু)
যুগ্মসচিব
ফোন : ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন,ঢাকা ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা।
৩. সিনিয়র সিস্টেম্স এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়,ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪. পরিচালক,পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর,শিক্ষা ভবন,ঢাকা।